গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন শাখা-৫

বিষয় ঃ ২০-৯-২০০০ ইং তারিখ সকাল ১১টায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির ৭ম সভার কার্যবিবরণী।

বিগত ২০-৯-২০০০ ইং তারিখ সকাল ১১ টায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির ৭ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির আহবায়ক মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী জনাব আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় উপস্থিত জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির সদস্য এবং অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'-তে সংযুক্ত করা হল। সভায় মূল আলোচ্যসূচী ছিল " Draft Guidelines for Participatory Water Management " অনুমোদন।

2. Draft Guidelines for Participatory Water Managementএর উপর আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

২.১ আলোচনা ঃ

আলোচনার শুরুতে মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। অতঃপর সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় Draft Guidelines প্রণয়নের প্রেক্ষাপট বর্ণনা প্রসংগে নিম্নলিখিত বিষয় উল্লেখ করেন ঃ

- Guidelines for Participatory Water Management প্রণয়নের নিমিত্তে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১ জন আহবায়ক, ৮ জন সদস্য এবং ১ জন ফ্যাসিলিটেটর সমন্বয়ে একটি আন্তঃবিভাগীয় টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়।
- টাস্ক ফোর্সকে পানি সম্পদ বাস্তবায়নকারী বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক সমন্বয়বিহীনভাবে প্রণীত Guidelines for Participatory Water Management পর্যালোচনা করে একটি Integrated এবং Flexible Guidelines প্রণয়নের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।
- টাস্ক ফোর্স বিশদভাবে আলোচনা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে খসড়া Guidelines ২ খন্ডে প্রণয়ন করেন, যা ইতোপূর্বে নির্বাহী কমিটির সদস্যগণের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

অংশগ্রহণমূলক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে প্রণীত খসড়া Guidelines এর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে সে পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাহী কমিটি কর্তৃক তা সদয় বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করেন।এর পর টাস্ক ফোর্সের আহবায়ক স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের অতিরিক্ত প্রকৌশলী জনাব মোঃ শহীদুল হাসান খসড়া Guidelines সম্পর্কে বক্তব্য উপস্থাপন শুরু করেন।

এ পর্যায়ে মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং নির্বাহী কমিটির সদস্য, আন্তঃ বিভাগীয় টাস্ক ফোর্সের গঠন সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং উল্লেখ করেন যে উক্ত টাস্কফোর্সে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়/পরিবেশ অধিদপ্তর হতে কোন প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পরিবেশের ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে এবং টাস্ক ফোর্সে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্বের অভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয় বিবেচনা করা হয়নি।

মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং নির্বাহী কমিটির সদস্য অনুরূপ মনোভাব ব্যক্ত করে বলেন যে টাস্ক ফোর্সে মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর হতে প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত না করার ফলে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ খসড়া Guidelines এ অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় বলেন যে, খসড়া Guidelines এ মূলত ভূ-উপরিস্থ পানি সম্পদ বিষয়ে বিবেচনা করা হয়েছে, ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পর্কে কিছুই আলোকপাত করা হয়নি। কৃষি মন্ত্রণালয় ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার করে অনেক সেচ প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। কিন্তু সে সম্পর্কে গাইড লাইনে কোন কিছু উল্লিখিত হয়নি। গাইড লাইনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরকে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিষ্ঠান হিসেবে উল্লেখ করা হলেও কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ও বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে যে দায়িত্ব পালন করছে, খসড়া Guidelines এ তা উল্লেখ করা হয়নি । এ ছাড়া কৃষি মন্ত্রণালয়ের কোন প্রতিনিধিকে টাস্ক ফোর্সে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

কমিটির সদস্য ডঃ আইনুন নিশাত, কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ, আই ইউ সি এন, উল্লেখ করেন যে খসড়া Guidelines এ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের পাশাপাশি সুবিধাভোগীদের সমন্বয়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠন করার যৌক্তিকতা আছে কিনা, তা বিবেচনা করা সমীচিন হবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত Guidelines নতুন এবং পুরাতন উভয় স্কীমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে কিনা এবং পরীক্ষামূলকভাবে কিছু স্কীমের ক্ষেত্রে অনুসৃত হবে কিনা তাও বিবেচনা করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক উল্লেখ করেন যে, যদিও টাস্কফোর্সে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ে এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সদস্য হিসেবে রাখা হয়নি, তবে বিভিন্ন সময় প্রণীত খসড়া Guidelines এর উপর সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় এবং দপ্তরসমূহের লিখিত মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া কর্মশালা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধির অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাঁদের মতামতের আলোকে এ খসড়া গাইড লাইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি একটি খসড়া গাইড লাইন, এ সভায় সকলের প্রদত্ত মতামত এতে অন্তর্ভুক্ত করার অবকাশ রয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের নাম প্রধান ব্যবহারকারী হিসেবে না থাকার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। কৃষি মন্ত্রণালয়ের নাম অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে মর্মে তিনি মতামত দেন।

এ পর্যায়ে ডঃ আইনুন নিশাত টাস্ক ফোর্স গঠনের পটভূমি সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। তিনি জানান যে, ১৯৭৭-৭৮ সাল হতে Small Scale Irrigation & Drainage প্রকল্পে জনগণের অংশগ্রহণ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বাস্তবে দীর্ঘ ২৫ বছরে প্রকল্প বাস্তবায়নে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। তিনি উল্লেখ করেন যে, জনসাধারণকে সরকারী খাতের প্রকল্পে সম্পৃক্তভাবে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক পৃথকভাবে প্রণীত দু'টি গাইড লাইনকে

আকারে প্রকাশের নিমিত্তে মূলতঃ এ দু'টি সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে টাস্ক কোর্স গঠন করা হয়। তিনি বিষয়টি উপস্থাপন শে গাইড লাইনের যে যে স্থানে ত্রুটিপূর্ণ এবং অস্পষ্টতা রয়েছে সে বিষয়ে স্পষ্টীকরণ করা যেতে পারে মর্মে মন্তব্য করেন।

উপরোল্লিখিত মতামতের ভিত্তিতে সভাপতি প্রস্তাব করেন যে, বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা সত্বেও টাস্কফোর্স যে খসড়া Guidelin প্রণয়ন করেছে, তা সংক্ষিপ্তভাবে নির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থাপন করা যেতে পারে এবং অতঃপর নির্বাহী কমিটির সদস্যগণের মন্তব্য গ্রহণ করা যেতে পারে।

উপরোক্ত নির্দেশ মোতাবেক আন্তঃবিভাগীয় টাস্ক ফোর্সের আহবায়ক জনাব মোঃ শহীদুল হাসান খসড়া Guidelines সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তথ্য উপস্থাপন করেন ঃ

- পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৯৯৪ ইং সালে প্রণীত Guidelines for Peoples Participation (GPP) প্রণয়ন ও জারী করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় খসড়া Guidelines প্রণয়ন করা হয়েছে।
- সরকার ১৯৯৯ইং সালে জাতীয় পানি নীতি প্রণয়ন ও জারী করেছেন এবং এর ফলে পূর্বে প্রণীত Guidelines সংশোধনের প্রয়োজন হয়েছে।
- টাস্কফোর্স কর্তৃক ৪ জন কর্মকর্তাকে Co-opted সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- টাস্কফোর্সের বৈঠকসমূহের মাধ্যমে খসড়া Guidelines প্রণয়ন, জাতীয় ওয়ার্কশপ ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিগণের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে তা সংশোধন করা হয়েছে।

উপরোক্ত তথ্যসমূহ উপস্থাপনের পর টাস্কফোর্সের আহবায়ক খসড়া Guidelines এর মূল বিষয়সমূহ সংক্ষেপে উপস্থাপনের জন্য টাস্কফোর্সের অন্যতম সদস্য এলজিইডি এর প্রকৌশলী জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান আকন্দকে দায়িত্ব দেন। জনাব আকন্দ খসড়া Guidelines এর মূল বিষয়সমূহ উপস্থাপন করেন।

টাস্কফোর্সের পক্ষ হতে উপরোক্ত বিষয়সমূহ উপস্থাপনের পর সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় খসড়া Guidelines এর উপর কতিপয় সুনির্দিষ্ট মন্তব্য প্রদান করেন। কৃষি সচিব এর মন্তব্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ

গাইড লাইনের পৃষ্ঠা ৩ এর ৩.৩ অনুচ্ছেদে Water Management Group (WMG), Water Management Association (WMA), and Water Management Federation (WMF) সমন্বয়ে The Water Management Organization (WMO) গঠনের কথা উল্লেখ আছে। তবে WMG, WMA, and WMF এর সকল সদস্য WMO এর সদস্য হবে কিনা তা স্পষ্টীকরণ প্রয়োজন।

- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থানীয় পর্যায়ে অংশগ্রহনকারী পানি ব্যবস্থাপনায় সাহায্যকারী, ফেসিলেটেটর এবং সমন্বয়কারী ভূমিকা হিসেবে সংশ্লিষ্ট পানি ব্যবস্থাপনা সংস্থার দায়িত্ব পালন করার কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু কিভাবে তারা দায়িত্ব পালন করবে তা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন।
- এলজিইডি এবং পানি ব্যবস্থাপনা সংস্থার মধ্যে কিভাবে লিয়াঁজো করা হবে তার কোন গাইড লাইন প্রদান করা হয়নি।
- একাধিক উপজেলা বা ইউনিয়ন প্রকল্পভুক্ত হলে তা কিভাবে বাস্তবায়িত হবে তার ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন।
- পৃষ্ঠা ৬ এর ৪.২ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত WMO কে কার্যকরী আইনগত স্বীকৃতি প্রদানের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অধীনে নিবন্ধিত হওয়া সঠিক হবে।
- সংযুক্তি (পৃষ্ঠা ৯,ভলিউম ২) এর অনুচ্ছেদ ৪ এর WUA and WUF যথাক্রমে WMA এবং WMF দ্বারা প্রতিস্থাপিত হওয়া উচিত।
- সংযুক্তি ৪ এর পৃষ্ঠা ১২ ভলিউম ২ এর চুক্তিপত্র WMO এর চেয়ারম্যান কর্তৃক স্বাক্ষরিত হওয়া উচিত।
- গাইড লাইনের ভলিউম ১ এর পৃষ্ঠা ১১ এর ৫.৬ অনুচ্ছেদে স্থানীয় সুবিধাভোগীদের মালিকানার বিষয়টি স্পষ্টভাবে পানি ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা কর্তৃপক্ষের সাথে লিখিতভাবে হওয়া উচিত।
- BWDB/LGED সমগ্র দেশের সকল সুবিধাভোগীদের জন্য একটি সুষম পরিগত্র প্রণয়ন করতে পারে।
- ৫.৩ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত WMO এর রেজিস্ট্রেশন Voluntary Societies Act এর অধীন করা সঠিক হবে।

এ পর্যায়ে ডঃ আইনুন নিশাত আলোচনায় অংশগ্রহণ করে তিনি প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকল্প এলাকায় নির্বাচিত স্থানীয় সকল প্রতিনিধির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তিনি প্রকল্প বাস্তবায়নে সুবিধাভোগীদের মালিকানা প্রদানের বিষয়ে উল্লেখ করেন। মালিকানা প্রদান করা হলে তা প্রকল্পের শুরু হতেই প্রদান করতে হবে।

এ পর্যায়ে মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী সভাকে অবহিত করেন যে, মালিকানা প্রদানের ক্ষেত্রে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অভিজ্ঞতা খুব উৎসাহব্যঞ্জক নয়। কারণ জনসাধারণ প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মালিকানা গ্রহণ করতে চান না।

এ পর্যায়ে মাননীয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রী এবং মাননীয় মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রী বলেন যে, জনসাধারণকে Motivate করতে হবে এবং তা হলে তারা মালিকানা গ্রহণে এগিয়ে আসবে। এ ক্ষেত্রে মাননীয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রী সামাজিক বনায়নের উদাহরণ দেন। তিনি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্তকরণের জন্য মত প্রকাশ করেন।

আলোচনার এক পর্যায়ে সদস্যগণ সভায় মত প্রকাশ করেন যে, প্রণীত গাইডলাইন সারা দেশে বাস্তবায়নের পূর্বে পরীক্ষামূলকভাবে সরকারের নিজস্ব অর্থে ৬টি বিভাগের ৬টি উপজেলাকে নির্বাচন করে ২ বছর সময়কাল পর্যন্ত ফলাফল নিবিড়ভাবে মনিটর করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে নতুন প্রকল্পসমূহকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ উল্লেখ করেন যে অংশগ্রহণমূলক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের অধিকতর অবদান রাখার অবকাশ আছে।

মহাপরিচালক, ওয়ারপো জনগণের অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার আলোকে খসড়া Guidelines সম্বন্ধে কিছু সুনির্দিষ্ট মন্তব্য করেন।

খসড়া Guidelines সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ বিস্তারিত আলোচনার পর জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়।

২.২ সিদ্ধান্ত ঃ

১। কৃষি মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় বা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উপযুক্ত প্রতিনিধিকে আন্তঃ বিভাগীয় টাস্কফোর্সের সদস্য হিসেবে Co-opt করতে হবে। এ ব্যাপারে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে পরামর্শক্রমে টাস্ক ফোর্স সদস্য Co-opt করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার নিকট হতে টাস্ক ফোর্স খসড়া Guidelines এর উপর অবিলম্বে লিখিত মন্তব্য আহ্বান করবে।

৩। টাস্ক ফোর্স বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থা হতে প্রাপ্ত লিখিত মন্তব্য ও টাস্ক ফোর্সে নতুন Co-opted সদস্যগণের সাথে আলোচনার মাধ্যমে খসড়া Guidelines পর্যালোচনা করে তা প্রয়োজনীয় সংশোধন করবে।

৪। আগামী এক মাসের মধ্যে টাস্ক ফোর্স সংশোধিত খসড়া Guidelines জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির বিবেচনার জন্য সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রেরণ করবে।

৫। টাস্ক ফোর্সের নিকট হতে সংশোধিত খসড়া Guidelines পাওয়ার পর সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির সভার আয়োজন করবেন।

৬। পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটি সংশোধিত খসড়া Guidelines অনুষ্ঠিতব্য পরবর্তী সভায় বিবেচনা ও অনুমোদন করবেন।

৭। নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত Guidelines বিভিন্ন বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক নির্দিষ্ট কয়েকটি স্কীমের ক্ষেত্রে পাইলট প্রকল্প হিসেবে ৬টি বিভাগের ৬টি উপজেলা নির্বাচিত করে তা প্রয়োগ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে নির্বাহী কমিটির পরবর্তী সভায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। তবে প্রত্যেক বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক কয়েকটি স্কীমকে পাইলট হিসেবে চিহ্নিত করে সেগুলোকে নিবিড়ভাবে মনিটর করতে হবে, যাতে লব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যতে Guidelines এর আরও সংশোধন করা সম্ভব হয়।

৩. বিবিধ ঃ

(ক) জাতীয় পানি নীতি কোড প্রণয়ন ঃ

সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় জানান যে, বর্তমানে একজন পরামর্শক জাতীয় পানি নীতি কোড প্রণয়নে নিয়োজিত আছেন। তিনি জাতীয় পানি নীতি কোড প্রণয়নের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি টাস্ক ফোর্স গঠনের প্রস্তাব করেন। এ টাস্ক ফোর্স গঠন করা হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/দপ্তরের সুচিন্তিত মতামত একটি সমন্বিত জাতীয় পানি নীতি কোড প্রণয়নে সহায়ক হবে।

সিদ্ধান্ত ঃ

জাতীয় পানি নীতি কোড প্রণয়নের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/দপ্তরের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি ছোট অবয়বে টাস্ক ফোর্স গঠন করা যেতে পারে।

(খ) জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির সদস্য কো-অপ্ট সংক্রান্ত ঃ

আলোচনা ঃ

সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের সদস্য এবং যৌথ নদী কমিশনের সদস্যকে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করার প্রস্তাব করেন। সভাপতি নির্বাহী কমিটি নতুন কোন সদস্যকে কো-অপ্ট করতে পারে কিনা জানতে চান। নির্বাহী কমিটি প্রয়োজন বোধে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারেন মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

যৌথ নদী কমিশনের সদস্যকে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির নিমিত্তে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪। পরিশেষে, পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির আহবায়ক ও সভার সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(আব্দুর রাজ্জাক)
পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির
আহবায়ক ও সভার সভাপতি

জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির ৭ম সভায় উপস্থিত কমিটির সদস্যদের তালিকা ঃ

১। বেগম সাজেদা চৌধুরী
মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

২। জনাব আ.স.ম আবদুর রব
মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়।

৩। ডঃ এ,এম,এম, শওকত আলী
সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।

৪। জনাব বদিউর রহমান
সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৫। জনাব আজাদ রুহুল আমিন
সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

৬। জনাব মুঃ গোলাম রব্বানী
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।

৭। ডঃ এম.এ.কাসেম
মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, ঢাকা।

৮। ডঃ আইনুন নিশাত
কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ,আইইউসিএন,বাংলাদেশ,ঢাকা।

৯। ডঃ এম, মনোয়ার হোসেন
অধ্যাপক, পানি সম্পদ প্রকৌশল বিভাগ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সহায়তাকারী কর্মকর্তাদের তালিকা ঃ

১০। খন্দকার রাশিদুল হক,
মহাপরিচালক,পরিবেশ অধিদপ্তর,ঢাকা।

১১। ডঃ ইউসুফ চৌধুরী,
চেয়ারম্যান,ডব্লিউপিএফি, ঢাকা।

১২। জনাব এস.সি.খান,
যুগ্ম-সচিব,পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়,ঢাকা।

১৩। জনাব মোশাররফ হোসাইন,
যুগ্ম-সচিব(উঃ), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়,ঢাকা।

১৪। জনাব এম, বদিউজ্জামান,
যুগ্ম-প্রধান,পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়,ঢাকা।

১৫। জনাব তৌহিদুল আনোয়ার খান,
সদস্য, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ।

১৬। জনাব মোঃ শহীদুল হাসান,
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, ঢাকা।

১৭। জনাব শাহ্ আলম
মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

১৮। জনাব এম, আর, চৌধুরী,
উপ- সচিব(উঃ২), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

১৯। জনাব মুঃ আসাদুজ্জামান রহমান,
উপ-সচিব(উঃ১),পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়,ঢাকা।

২০। ডঃ মোস্তফা কামাল ফারুক,
যুগ্ম-পরিচালক,পরিবেশ অধিদপ্তর,ঢাকা।

২১। জনাব নিত্যানন্দ চক্রবর্তী,
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড,(বর্তমানে লিয়েনে)

২২। জনাব সালাহউদ্দীন মোঃ হুমায়ুন,
পাউবো,এবং সদস্য টাস্ক ফোর্স।

২৩। জনাব মোঃ সহিদুর রহমান
প্রকল্প পরিচালক,পাউবো,ঢাকা।

২৪। জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান আকন্দ,
এলজিইডি,ঢাকা।

২৫। জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম,
প্রকল্প পরিচালক,এলজিইডি,ঢাকা।

২৬। জনাব তালাত মাহমুদ খান,
সিনিয়র সহকারী সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়,ঢাকা।

২৭। জনাব এ,বি,এম, আসাদ হোসেন,
পি,আর, ও, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়,ঢাকা।